মহাভারতে সঞ্জয় কে ছিলেন ?

সঞ্জয় ছিলেন সারথি গবলগনের পুত্র, যিনি ছিলেন একজন সূত। সঞ্জয়ের পিতা এই গবলগনও ছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ও উপদেষ্টা।
সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকেও জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা শোনাতেন।
সঞ্জয় মহাভারতের রাজসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি যিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপদেষ্টা ও রথের সারথি ছিলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও যুদ্ধের ঘটনা গুলি বিশদভাবে বিবরণ দিতে পারতেন।
ঋষি বেদব্যাসের কৃপায় সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভ করেন। চোখে না দেখেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ন বর্ণনা দিতে পারতেন।
জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা শোনাতেন। দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে তিনি যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা রাজসভায় বসে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন এবং তা- রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাতেন। আসলে তিনি ছিলেন একজন ভাষ্যকার।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি দেখার ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী সঞ্জয় একের পর এক ঘটনা গুলি ধৃতরাষ্ট্রকে তৎক্ষনাৎ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তখন তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী শুনতে এবং দেখতে পান। সেই শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করেন। মহাভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে গীতায় আমরা প্রথম শ্লোকে দেখতে পায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইলেন যিনি ঐশ্বরিক দৃষ্টির বরপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি তথা উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা,শুভচিন্তক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সঞ্জয়। তিনি রাজসভায় শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে গন্য হয়েছিলেন। অত্যন্ত সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি সুসংবাদ যেমন দিতেন তেমনি দুঃসংবাদ দিতেও দ্বিধা করতেন না।
দুর্যোধনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় তাঁর ঐশ্বরিক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। যা -ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তির প্রতীক। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য এতটাই ছিল যে -যুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন ধৃতরাষ্ট্র রাজসভা ত্যাগ করে বনে চলে যান তখন রাজার পিছন পিছন তিনিও বনে চলে যান। যখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর স্ত্রী গান্ধারী এবং পাণ্ডব মাতৃপতি কুন্তীকে নিয়ে বনের আগুনে মারা যান তখন মনের দুঃখে তিনি হিমালয়ে চলে যান এবং তারপরে তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায়-নি।

Published on: Aug, 09 2025 09:23